তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ... ৬...

দৈনিক ইনকিলাব

তথাকথিত কিছু শিক্ষক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থে সরকারের সাথে মিশে শিক্ষক সমাজের ক্ষতি করছে

...................প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহাসম্পাদক এবং বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম বলেছেন, বর্তমান সময়ে জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো সঠিক ভূমিকা রাখতে পারছে না। শিক্ষক সমাজের সমস্যা ও দাবী-দাওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষক সমাজকে বাড়তি এক পয়সাও দেয়নি। শিক্ষক সমাজ সরকারের ভাল কাজের সহায়তা করতে চেয়েছে, কিন্তু সরকার উল্টো শিক্ষক সমাজকে রাস্তায় রাস্তায় নামতে বাধ্য করেছে। জনাব শরীফুল ইসলাম সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাবের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতি আমার আনুগত্য প্রশ্নাতীত। জন্মলগ্ন থেকেই আমি এই সংগঠনের সাথে জড়িত। বর্ণিতকৃত উল্লেখিত সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হল:

ইনকিলাব : বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষক সমাজের দাবী-দাওয়া নিয়ে আপনারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করেছেন, কিন্তু ঠিক যে সময় আন্দোলনটি সংগঠিত হয়ে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করল, সে-সময়ই আপনারা আগ-বাড়িয়ে সরকারের সাথে এমন চুক্তি করলেন যা শিক্ষক সমাজ প্রত্যাখ্যান করেছে। এ ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য?

শরীফুল ইসলাম : আমি তো এ চুক্তিতে সই করিনি। এই চুক্তি আমরা মানি না। এর প্রতিবাদে আমরা ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেছি। এরপর শিক্ষামন্ত্রীকে আমি বলেছি, আমরা আলোচনা করতে চাই। তিনি বললেন, আপনারা তো শহীদ মিনারে আলোচনা করতে চান। আমি তাকে বলেছিলাম, শহীদ মিনারকে আপনাদের এত ভয় কেন? শহীদ মিনার করেই তো আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন। স্বাধীনতার পর সকল সরকারই শিক্ষকদের কমবেশী কিছু দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার শিক্ষকদের এক পয়সাও বাড়তি দেয়নি, আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনাও পাইনি। সরকার ১৯৯৭ সালে জাতীয় পে-স্কেল ঘোষণা করেছে। অথচ বেসরকারী কলেজের শিক্ষকরা ১৯৯১ সালের মত করেই ১০০ টাকা বাড়ী ভাড়া এবং ১৫০ টাকা ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছেন। বেসরকারী কলেজের প্রিন্সিপ্যালের বাড়ী ভাড়াও ১০০ টাকা, পিওনের বাড়ী ভাড়াও ১০০ টাকা, কোন উৎসব ভাতা নেই। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শিক্ষক সমাজের জন্য স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বেশী কাজ করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। দেশ স্বাধীন হবার পর শেখ মুজিবের ৯ মাসের ছাত্রবেতন মওকুফজনিত এক সিদ্ধান্তের কারণে বেসরকারী কলেজগুলো এক দারুণ আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। জিয়াউর রহমান উক্ত ৯ মাসের ছাত্রবেতনের সমপরিমাণ টাকা আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে সেদিন বেসরকারী কলেজগুলোকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাস হতে বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য অভিন্ন চাকরিবিধি এবং জাতীয় স্কেলের ব্যবস্থা করে বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক ৫০% সরকারী কোষাগার হতে প্রদানের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এরশাদ সরকারের সময়ে ৫০% থেকে তা ৭০%-এ উন্নীত করা হলেও রহস্যজনক কারণে বেতন স্কেলের সরকারী অংশকে অনুদান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এরপর খালেদা জিয়া সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বেতনের সরকারী অংশকে শুধু ৮০%-এ উন্নীত করাই হয়নি, বেতন খাতে সরকারী অনুদানকে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেলের সরকারী অংশ হিসাবে উল্লেখ করার পুনঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সকল সরকারই শিক্ষকদের কমবেশী কিছু দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার শিক্ষকদের এক পয়সাও বাড়তি দেয়নি, আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনাও পাইনি। সরকার ১৯৯৭ সালে জাতীয় পে-স্কেল ঘোষণা করেছে। অথচ বেসরকারী কলেজের শিক্ষকরা ১৯৯১ সালের মত করেই ১০০ টাকা বাড়ী ভাড়া এবং ১৫০ টাকা ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছেন। বেসরকারী কলেজের প্রিন্সিপ্যালের বাড়ী ভাড়াও ১০০ টাকা, পিওনের বাড়ী ভাড়াও ১০০ টাকা, কোন উৎসব ভাতা নেই।

বেসরকারী শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য খালেদা জিয়া সরকার 'অবসরণ-সুবিধা আইন' প্রণয়নের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শুধু আইন প্রণয়নই নয়, ১৯৯৩-৯৪ সালের শিক্ষা-বাজেটে ১৪ কোটি এবং ১৯৯৪-৯৫ সালের শিক্ষা-বাজেটে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। এছাড়াও ১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেটে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করে সেটাকে ৩০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়, যাতে শিক্ষকরা অবসরকালীন সময়ে এক সাথে বেশকিছু টাকা পেতে পারে। বর্তমান চুক্তিতে শিক্ষকতা পেশায় থার্ড ক্লাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ সরকারী অন্যান্য বড় বড় চাকরিতে থার্ড ক্লাস নেয়া হচ্ছে। যদি কমপিটিটিভ পরীক্ষায় একজন থার্ড ক্লাসধারী যদি একজন ফার্স্ট ক্লাস বা সেকেন্ড ক্লাসধারীকে বিট করে আসে তবে তাকে ঠেকানো ঠিক হবে না। একজন ছাত্র বহু কারণেই জীবনে একটা থার্ড ক্লাস পেতে পারে। এরপর পাসকোর্সের কোন ছাত্র শিক্ষকতা পেশায় আসতে পারবে না। তাহলে পাসকোর্স রেখে লাভ কি? তুলে দিন। তথাকথিত কিছু শিক্ষক যাঁরা সরকারের সাথে মিশে শিক্ষক সমাজের ক্ষতি করছে। কাজী ফারুক এদের একজনের নাম। কাজী ফারুক নিজের ও তার গোষ্ঠীর স্বার্থে এই চুক্তি করেছে।

ইনকিলাব : আমাদের জানা মতে, ঐ বৈঠকে আপনিও উপস্থিত ছিলেন এবং এক পর্যায়ে আপনাদের প্রতিনিধি রেখে আপনি উঠে চলে আসেন। তিনি ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন।

শরীফুল ইসলাম : এটা ঠিক, আমি ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম এবং এক পর্যায়ে উঠে আসি। কিন্তু আমরা তো কাউকে দায়িত্ব দিয়ে আসিনি। আসলে রাতের আঁধারে কাজী ফারুক এবং আক্তারুজ্জামান এই চুক্তি তৈরী করেছে। পরে মন্ত্রী বলেছে, আমি এই চুক্তিতে সই করেছি, আপনারাও এতে সই করেন। এতে আপনাদের জন্য ক্ষতিকর কিছু নেই। আমরা শিক্ষামন্ত্রীকে শ্রদ্ধা করতাম, তার শ্রদ্ধার প্রতি আস্থা রেখেই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয়েছে। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীই একমাত্র শিক্ষামন্ত্রী যিনি শিক্ষক সমাজের জন্য কিছুই করেননি। আমরা সরকারের ভাল কাজে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু সরকারই শিক্ষকদের রাস্তায় ঠেলে দিয়েছে।

ইনকিলাব : আপনারা কি স্বীকার করেন যে, চুক্তিতে সই করা আপনাদের জন্য ভুল ছিল। আপনারা কি স্বাক্ষরকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন?

শরীফুল ইসলাম : অবশ্যই। মনে করি এটা ভুল ছিল। এ জন্য স্বাক্ষরকারী শহীদ মিনারে আয়োজিত সমাবেশে নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন এবং ভুলের প্রাপ্য শাস্তি মাথা পেতে নিতে চেয়েছেন। শিক্ষক সমাজ সেদিন তাকে ক্ষমা করেছেন।

ইনকিলাব : আপনার অবস্থান নিয়েও শিক্ষক সমাজে বিভ্রান্তি আছে।

শরীফুল ইসলাম : কোথায় আছে? কে বলে? কেউ বলতে পারে আমি সকালে এক কথা আর রাতে আরেক কথা বলি? যদি কেউ বলে থাকে তারাই বলতে পারে যারা সকালে জাতীয় পার্টি করে রাতে আওয়ামী লীগ করে। কাজী ফারুক তো এক সময় জাতীয় পার্টির নেতা ছিলেন। বর্তমান সরকারের মন্ত্রী জলিল, রাজ্জাক আমার সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু তাই বলে আমার ব্যক্তি আদর্শকে বাদ দিয়ে নয়। এরশাদ আমলে এরশাদকে ফেডারেশনের নেতা বানানো হয়। অথচ আমি ফেডারেশন বানিয়েছি। আমি মানিনি। ফলে আমাকে গ্রেফতার করে নেয়া হয়। প্রচণ্ড নির্যাতন করা হয়। এরশাদ মাহবুবুর রহমানকে পাঠালেন কমপ্রোমাইজ করার জন্য। আমি করিনি। কোন কোন শিক্ষকরা করেছে। আমাকে জেলে পাঠায়। আওয়ামী লীগের লোকেরা আমার উকিল হয়েছে, কেস চালিয়েছে। বিএনপি কোন সহযোগিতা করেনি। বিএনপি থেকে আমি কিছু পাইনি। তারপরও বিএনপির প্রতি আমার আনুগত্য প্রশ্নাতীত। জন্মলগ্ন থেকেই আমি এই সংগঠনের সাথে জড়িত।

ইনকিলাব : কল্যাণ ট্রাস্টের বিরোধিতা কেন করছেন আপনি?

শরীফুল ইসলাম : আমি কেন কল্যাণ ট্রাস্টের বিরোধিতা করব। এক সময় এটা আমাদের দাবী ছিল। আমি এর সদস্য সচিব ছিলাম। সে সময় একশ্রেণীর নেতারা এর বিরোধিতা করে এটাকে বন্ধের উপক্রম করেছিলেন। আমরা বলেছি, এটা একটা আপদকালীন ব্যবস্থা। এটা পেনশনের বিকল্প হতে পারে না। মৃত ব্যক্তির নামে টাকা পাঠিয়ে লাভ কি? একটি সরকারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অবসরে গেলে ১৪/১৫ লাখ টাকা পায়। সেখানে আমাদের দাবী বাস্তবায়িত হলে আমরা অন্তত ৭/৮ লাখ টাকা পেতে পারি। এ জন্য আমরা পেনশনের বিকল্প হিসেবে অবসরণ সুবিধার কথা বলেছি। খালেদা জিয়া সরকার আমাদের এই যুক্তিসঙ্গত দাবী মেনে নিয়ে তা বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে কিছু শিক্ষক নিজেদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে শিক্ষক সমাজের জন্য এই যুগান্তকারী পদক্ষেপটি নস্যাৎ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

কামরুজ্জামান, আক্তারুজ্জামান, হেনা দাস এদের কেউই শিক্ষক নয়। এদের কারো বয়স আবার ৮০র ওপরে। সরকার এদের নেতা বানিয়ে রেখেছে। এরাই সরকারের সাথে মিশে শিক্ষক সমাজের ক্ষতি করছে।

ইনকিলাব : সরকার একদিকে তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তদের শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করেছে, অন্যদিকে একাধিক তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত দুর্গা দাস ভট্টাচার্যকে ভিসি নিয়োগ করেছে। এটাকে কিভাবে দেখেন।

শরীফুল ইসলাম : অবশ্যই ভালভাবে দেখি। দেখেন দুর্গা দাস এই যোগ্যতা নিয়েই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছে দীর্ঘদিন। তখন কিন্তু কেউ অভিযোগ তোলেনি। আজ একশ্রেণীর শিক্ষকদের স্বার্থে ঘাটতি পড়াতে অভিযোগ উঠছে। এটা তো এডমিনিস্ট্রেটিভ পদ। আমি আগেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো ভিসিকে দেখেছি। কিন্তু কেউই তো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মসজিদ তৈরীর কথা বলেনি। অমুসলিম হয়েও দুর্গা দাস দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে মসজিদ নির্মাণ করছে। মুসলমান ভিসি কর্তৃক দীর্ঘদিন বন্ধ করে ইসলামিক স্টাডিজ ও ইসলামিক হিস্টোরি অনুমোদন চালু করেছেনও তিনি। সন্দেহ নেই, তিনি শতভাগ আওয়ামীপন্থী। তবে বি কে জাহাঙ্গীর, মুনতাসীর মামুন, আজাদ চৌধুরী যেমন ক্যাম্পাসকে শত ভাগ আওয়ামীকরণ করতে চায়, তার মধ্যে আমি তেমনটি দেখিনি। হতে পারে এটা নিজ দলের প্রতিদ্বন্দ্বীদের চাপে পড়ে মন থেকে না হলে প্রো-ইসলামিক গুণটিকে তিনি কাছে পেতে চাইছেন। যেভাবেই হোক কাজ তো হচ্ছে।

ইনকিলাব : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে ইউজিসি প্রশ্ন তুলেছে...

শরীফুল ইসলাম : আরে এটা তো তারা করবেই। তারা কারা? তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আজ-কাল যেখানে সেখানে কলেজ খোলা হচ্ছে। বি কে জাহাঙ্গীরের বাড়ী কাছে। সেখানে একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ চলে না। সেখানে অনার্স খোলা হয়েছে। সুতরাং পড়াশোনার মান তো কমবেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখন রাজনীতি শিকার। এটা বন্ধ করা গেলে এবং এর প্রশাসনিক পদে কলেজ প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়ানো হলে পড়াশোনার মান বাড়বে বলে আমার বিশ্বাস।

☐ সাক্ষাৎকার গ্রহণ : এম. এইচ. পলাশ